

সেতারারূপী মহিউদ্দিনের আন্তর্জালিক বিষয় আর্তনাদ

এত ক্ষণে – অরিন্দম কহিলা বিষাদে

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ

বিষাদের সুর যেন বাজে নিউ ইয়র্ক নিবাসী মহিউদ্দিনের কণ্ঠে ! গত পাচ বছর ধরে “সেতারার” নাম নিয়ে আন্তর্জালে কত যে মুক্ত-মনাকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ সংবলিত লিখা পোস্ট করে মহিউদ্দিন সাহেব ভেবেছিলেন তিনি পার পেয়ে যাবেন; কিন্তু বিধি হলেন বাম ! হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলেন মুক্ত-মনাদের কাছে। এখন কি তিনি মনে মনে ভাবছেন ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’? মোটেও নয়। আর সে’জন্যই পাঠকদের কাছে নিজেকে আবার পরিচয় দিতে কুঠা বোধ করছেন না সেতারার নাম দিয়ে। কি এমন কাজ করতে তিনি অপরাগ সেটাই ভেবে না পাই কুল!

অনেক ভেবে চিন্তে মহিউদ্দিন সাহেব একখানা লিখা পাঠলেন মুক্ত-মনা ফোরামে। এটা তো লিখা নয় – পড়ে মনে হয় যেন এটা তার মরণ-কামড়। গোখরা সাপ নাকি ঠিক এমনটিই করে আর কোনঠাসা হলে সবার সামনে ফণা তুলে দাঁড়ায়। ছোবল মারার আগে যে গরলটি মহিউদ্দিন সাহেব তৈরী করলেন মুখের গহ্বরে – তা থেকে বেরিয়ে এলো আবার সেই অতি পরিচিত খেঁউড়। আমাদের লেখার জবাবে তিনি অকপটে স্বীকার করতে পারতেন যে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার নিমিত্তে তিনি বেছে নিয়েছেন এই নকল নাম নেয়ার পদ্ধতিটি তাই বাংলাদেশী লেখিকা দিলারা হাশেমের নাম নকল করে নিজের নাম দিয়ে দিলেন ‘সেতারার হাশেম’। নকল বিশারদ আর কাকে বলে? কিন্তু সেটি তিনি করলেন না। বরং হয়তো মনে মনে ভাবলেন, “মোচকাইব, তবুও ভাঙ্গিব না !” এই পণ করে আবার যাকেতাই শুরু করলেন প্রতিপক্ষের নামে নিন্দে গাইতে। তার রোশানলে এবারও পড়লাম এই বান্দা, জাফর উল্লাহ, যিনি হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন তার আসল পরিচয় দিয়ে, আর মুক্ত-মনা ফোরাম, যেখানে এই সপ্তাহে ‘সেতারার হাশেমের রূপ দর্শন’ চলছে পুরোদমে।

প্রথম উত্তর দেব আমাকে উদ্দেশ্য করে যে সব বানোয়াট কথা বলেছেন সে’গুলোর। আমি নাকি দেশে ছাত্রাবস্থায় ইসলামিক ছাত্র সংঘের মেম্বর ছিলাম। হায়রে কপাল, এরকম কথাও যে আমাকে শুনতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। জামাতী ছাত্র ক্লাসে ছিল কুল্লো দু’জন। এরা ছিল ব্যাক-বেন্চার। ভয়ে এরা কথা বলতো না আমার সাথে কেননা জানতো এই ছেলেটি কদাপি জুম্মার নামাজ পড়তে যেত না ভার্টিটির মসজিদে। ক্লাসে একমাত্র আমিই বারট্রান্ড রাসেলের বই পড়তাম, সরাসরি প্রশ্ন করতাম অন্য সবাইকে ধর্মের অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপারে। অনেকে বিদ্রূপের ছলে বলতো, “এই ছেলে হোছট খেয়ে পড়লেও সবদিকে পড়বে কেবল পশ্চিম দিক ছাড়া”। আর ইংরেজী সাহিত্যের ব্যাপারে আমার দুর্বলতার কথা ক্লাসের সবায় মোটমুটি জানতো। এর পরও কিনা জামাতীরা আমাকে এসে বলবে, “এসো,

এসো, আমাদের দলে এসো!” বছর পাচ-ছয়েক আগে আমাকে কোনঠাসা করার জন্য এক রাজাকার বাঙালী আন্তর্জালে এটা বলে বেড়াচ্ছিল যে আমি নাকি ইসলামিক মাইন্ডেড ছিলাম আর ১৯৭১ সনে রাজাকার বনে গিয়েছিলাম। তখন তাকে ডকুমেন্ট আর তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করে আমি বললাম যে, ১৯৭১ সনে আমি তো ওহাইও তে ডক্টোরেটের ছাত্র ছিলাম আর তখন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম ভীষণ ভাবে। পাকিস্তানের নাগপাশ হতে মাতৃভূমিকে ছিনিয়ে আনতে আমেরিকায় বসে কি করেছিলাম তার ফিরিস্তি তো অন্য লেখকরা লিখেছেন। নিজের ঢোল নিজে পিটাবো কিসের জন্য? মহিউদ্দিন সাহেবতো বই পত্র কম পড়েন (তার পড়ার মধ্যে আছে কেবল রুশ-চটি বই; যেখান থেকে তোতা পাখীর মত একই কথা বলেন বার বার - সেগুলো ছাড়া আর কিছু পড়েছেন কি?) তাই একজন কলমী মুক্তিযুদ্ধকে অনায়াসে আর নির্ধিধায় বানিয়ে দিলেন রাজাকার। বলিহারি এই বঙ্গ-পুংগবের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা! তার ধী-শক্তির নমুনা দেখলেতো মনে হয় ইনি বয়োজ্যেষ্ঠ তো ননই, বরং একজন অর্বাচীন।

মহিউদ্দিন সাহেব এটাও খুব চোঁচিয়ে বললেন যে আমি নাকি দেশে এন. এস. এফ. করতাম। ওটাতো ছিলো মুসলিম লীগের (আইয়ুব খাঁ) ছাত্র ফ্রন্ট। আমার নানা ছিলেন শ্রীহট্টের এক নাম করা উকিল যিনি কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন করতেন ১৯৩০ দশকে। আমাদের বাড়ীর ট্রেডিশন ছিল স্যাকুলার আর রাজনীতিতে আমার বাবা ছিলেন নেতাজী সুভাষ বোসের ভক্ত। শেখ মুজিব যে লোকের চেলা ছিলেন ১৯৪০ সনে কোলকাতায়, সেই লোক (শহীদ সোরওয়াদী) এক সময়ে সুভাষ বোসের ফোরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে মনোনয়ন লাভ করে কোলকাতার মেয়র হয়েছিলেন গান্ধীর কংগ্রেস পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে। এতশত জানার পরও যদি আমি মুসলিম লীগের ছাত্র শাখায় যোগ দিতাম তাহলে বাবা বোধ হয় অপমানিত হয়ে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতেন। আমার বাবা উচ্চ পদস্থ সরকারী চাকরী করতেন আসাম গভর্নমেন্টে। দেশ বিভাগোত্তর আমলে পরে ঢাকায় এসে নতুন দেশের সরকারী চাকরীতে যোগদেন। আমরা কোনদিনই অভাবী ছিলাম না। তাই সামান্য কয়েক টাকা স্কলারশিপের জন্য এন. এস. এফ এর খাতায় নাম লিখাবো সে রকম বাড়ীতে আমি জন্ম নেই নি। মহিউদ্দিন সাহেব এসব করতে পারেন নির্ধিধায়, আমি নই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০ সনে এন এস. এফ. বলে কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল না। এটা বোধহয় মহিউদ্দিন সাহেব জানতেন না। তাই বানিয়ে যাচ্ছেতাই একটা কিছু লিখে দিলেন আর এটাও মনে করলেন যে ফোরামের সদস্যরা তার মনগড়া কথা সত্য বলে মেনে নিবেন। মিথ্যার বেসাতী নিয়ে যিনি নির্ধিধায় ধর্মের ষাড়ের (দুঃখিত, গাভীই লিখলেই বোধ হয় তিনি মাত্রাধিক খুশী হবেন!) মত সাইবার স্পেসে যত্রতত্র টুঁ মেরে বেড়ান তার সত্যকার পরিচয়টা সঝাইকে জানিয়ে দেয়া মাত্র তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেন আর সে’ সঙ্গে ছোবল মারার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন। মিথ্যাকে “সত্য” বলে কিছু দিন চালানো যায় তবে চিরতরের জন্য নয়। “সেতারার হাশেম” নাম নিয়ে মহিউদ্দিন সাহেব মিথ্যার কায়কারবার আর বেশী দিন চালাতে পারবেন বলে মনে হয় না। তার জায়গায় অন্য আর কেউ হলে এতকিছুর পর সেই

বানোয়াট নাম দিয়ে লিখতেন বলে মনে হয় না। তবে মহিউদ্দিন সাহেব অন্য এক চীজ। আর সেই কারণে জ্বলজ্যন্ত পুরুষ হয়েও মহিলার নাম দিয়ে দিব্যি ঘুড়ে বেড়ালেন কত জানা অজানা ফোরামে; আর কাউকে ‘কুত্তা’, কাউকে ‘আই আইটির ছাগল’, কাউকে ‘নাস্তিক মৌলবাদী’, কাউকে ‘বঙ্গ চেলাবী’, কাউকে ‘অজ্ঞ’ কাউকে ‘মুর্খ’ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে চললেন। আমি বটেই, ফোরামের একেবারে সাধারণ সদস্যরা, এমনকি অন্য সাইটের মডারেটররাও যখন প্রতিবাদ করলেন, তখনও উনি উনার ‘কুত্তা তত্ত্ব’ পুরোদমে ডিফেন্ড করে যাচ্ছেন। লজ্জা শরম বলে দেশে যে একটা কথা আছে সেটা বোধ হয় উনার অভিধানে নেই; থাকলে কোন মুখে নিজেকে আবার সেতারা হাশেম বলে পুনরপ্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতেন।

এবার আসা যাক মুক্ত-মনা ফোরামের প্রতি তার বিষোদগিরণের কথায়। ধর্মীয় বন্ধমূল অনড় হবার কারণে মহিউদ্দিন সাহেব মুক্ত-মনা ফোরামকে দু’চোখে দেখতে পারেন না। তাই যুক্তি সঙ্গত কোনো কারণ না থাকলেও নির্দিধায় তিনি কেবল যে মুক্ত-মনা ফোরামকে দোষারূপ করেন তাই নয়, এই ফোরামের অন্যতম মডারেটর বা পরিচালক অভিজিৎ রায়কে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য যারপর নাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অনেক আগে আমাদের এই ফোরামে ইসলাম ধর্ম সমেত অন্যান্য ধর্মের অন্ধ বিশ্বাসের ওপর কুঠারাঘাত করা হয়েছিল আর সেই কারণে মহিউদ্দিন সাহেব সদালাপ সম্পাদক জিয়াউদ্দিনকে সাথে নিয়ে মুক্ত-মনা ফোরামের ওপর তাদের স্বনির্মিত ঠুনকো আর নকল ‘ডেইজী কাটার’ বোমা ছুড়েছিল বেশ কয়েকবার। তাতে কিছুই হয়নি বরং আমাদের ফোরামের কদর বেড়েছিল বেশ কয়েকগুন। মহিউদ্দিন সাহেব ‘সেতারা হাশেম’ নাম দিয়ে নিজেকে রোমান গড ‘জেনাস’ এর মত দুই মুখ তৈরী করেছিলেন। তার সামনের মুখ কেবলই বলছিল - ‘আমি মার্ক্সবাদী’ আর তার পেছনের মুখ প্রতিনিয়ত বলছিল - ‘আমি একজন এসলামী ইমানদার আদমী’! চরিত্রে এ’রকম ‘ডাইকোটমী’ থাকাটা বোধ হয় তার মজ্জাগত ‘ইডিওসেক্লেসী’। দেখুন না, পুরুষ হয়েও মহিলা সাজার তার কি ভয়ানাক প্রবৃত্তি! ফ্রয়ডিয়ান কোন ব্যাপার স্যাপার পেছনে আছে হয়ত!

মুক্ত-মনা ফোরাম এরি মধ্যে কতকিছু করে ফেলেছে বাংলাদেশে তার খবর মহিউদ্দিন সাহেব রাখেন কি? বন্যা কবলিত রৌমারী(কুড়িগ্রাম জেলায়) গ্রামের একটি স্কুল বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল সে’বার; সেটি পুনর্নির্মানের পুরো টাকাটা মুক্ত-মনা ফোরামের কিছু সদস্যরা দান করলেন নির্দিধায়। এইতো সেদিন সেই গ্রামে ১৯৭১ সনের মুক্তিযোদ্ধাদের আবার পুনর্মিলন উৎসব পালন করা হলো। সেখানেও মুক্ত-মনা ফোরাম এক বিশেষ ভূমিকা রাখলো আর কিছু বৃদ্ধ মুক্তি যোদ্ধাদের অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করলো। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবির যখন সাজপাজ নিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, তখন ফোরামগুলোর মধ্যে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে একমাত্র মুক্ত-মনাই। ডঃ হুমায়ুন আজাদের নামে তার দেশের বাড়ীতে একটি লাইব্রেরী করার জন্য ‘আজাদ ফান্ড’ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে মুক্ত-মনা। বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চা বাড়ানোর কল্পে আমাদের ফোরাম সবসময়ই

এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে, আন্তর্জালে এই তো সেদিন বেশ ঘটা করে ডারউইন দিবস পালন করা হলো সেটা কি মহিউদ্দিন সাহেব বা জিয়াউদ্দিন সাহেবের নজরে পড়েছে? নজরে কি পড়েছে যে, মুক্ত-মনার পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে এখানে লিখে চলেছেন ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডঃ ওয়াহিদ রেজা, প্রবীর ঘোষ, আসিফ, রুশো তাহের, আজিজুল হক, দেবশীষ ভট্টাচার্য সহ দু'বাংলার গণমান্য লেখকেরা? প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমরা সরব হয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করি। তা'ছাড়া অন্যান্য যে সব দিন আমরা পালন করি সেগুলো হচ্ছে - যুক্তিবাদী দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ইত্যাদি। আমরা তো মনে পড়ে না কবে সদালাপ বাংলাদেশে গরীব বাঙ্গালীদের নিমিত্তে কোনো প্রজেক্ট করেছে। করে তো নাই-ই, বরং মাঝে মাঝেই মুক্ত-মনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে 'জিয়া-সেতারা' যুগল তারস্বরে পাগলের প্রলাপ বকতে শুরু করেন-কখনও মুক্ত-মনার ফ্লাড প্রজেক্ট নিয়ে, কখনও বা সাম্প্রতিক সময় প্রকাশিত মুক্ত-মনার বই 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' নিয়ে, অথচ তাকিয়ে দেখেন না যে নিজেদের 'ঠাকুম্মার ঝুলি' রয়ে গেল শূন্যই। সেই শূন্য ঝুলি আর গালিগালাজকে ভরসা করে 'সৎ আলাপ' (আসলে শঠালাপ)এর পসরা জমিয়ে বসলেন আন্তর্জালে। আন্তর্জালের সেই ঐতিহাসিক ফোরামই হচ্ছে মহিউদ্দিন সাহেবের মাউথ-পিস। সেই ফোরামেই তিনি হচ্ছেন যাকে বলে পালের গোদা। সেখানে বসে মাইক হাতে নিয়ে নিয়ে মওলানা দেলওয়ার হোসেন যেমন করে ওয়াজ করেন ঠিক সেমনিটি করে মুক্ত-মনাদের প্রতি কটাক্ষ করেন যাতা বলে। যেমন - সদালাপে প্রকাশিত তার শেষ ওয়াজ মাহলফিলে মেহুল কামদার আর বিপ্লব পাল হয়ে গেল যথাক্রমে ভারতীয় সারমেয় আর কখনও বা আই টি টি এর ছাগল।

আন্তর্জালে কেউ যদি ইসলামের শারিয়া আইন নিয়ে কথা বার্তা চালান (তার রহিত কল্পে) তাহলে তো আর কোন কথা নেই! আমাদের ফতে মোল্লা যখন কানাডায় শারিয়া আইন না কার্যকরী হবার জন্য কেম্পেইন চালান তখন মহিউদ্দিন তার ওস্তাদ জিয়াউদ্দিনকে সাথে নিয়ে ফতে মোল্লার পিছতাড়া করেন। আরেকবার সাতরং এর প্রতিষ্ঠাতা নন্দিনী আর অনন্তের উপরও একহাত নিয়ে নিলেন তারা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে লিখছিলেন বলে। মাস্ত্রীয় সমাজতন্ত্রীর আমজনতার প্রতি এই যে ধারাবাহিক 'কন্ট্রিবিউশন' - সেটিতো আমরা কখনো ভুলবো না।

মোট কথা হচ্ছে, আন্তর্জালে বিভিন্ন ফোরামের সদস্যদের চোখে ধুলো দেবার জন্য মহিউদ্দিন সাহেব এক ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন এক বোগাস মহিলার নাম নিয়ে। তার অপপ্রচারে সঙ্গ দিয়েছিলেন ও প্রতিনিয়ত দিচ্ছেন সদালাপের প্রতিষ্ঠাতা জনাব জিয়াউদ্দিন। যদিও সেতারা হাসেমের মুখোষ টেনে খুলে দেয়া হয়েছে দিন ক'য়েক আগে তবুও মহিউদ্দিন সাহেবের জিহাদে ভাটা আর পড়লো কোথায়? এক মাত্র নির্লজ্জ ব্যক্তির এ'রকমটি করতে পারেন। কিছুদিন আগে ছদ্মনাম নিয়ে তার একটি লেখায় প্রগতিশীল বেলাল বেগ আর হাসান ফেরদৌসের উপর একগাদা ঘৃণা বর্ষণ করলেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পত্রিকার একটি লেখায়। বললেন তারা নাকি কেউ জঙ্গিবাদ বুঝে না। তা তারা বুঝবেন কেন, জঙ্গিবাদ বুঝে শুধু বাংলাদেশের ফরহাদ মজহার, ক্যানাডার জিয়াউদ্দিন আর নিউইয়র্কের 'সেতারা

হাসেম' নামধারী মহিউদ্দিন । এখন নিউইয়র্ক অধিবাসীদের কাছে আর তার 'প্রোগ্রেসিভ ফোরামের' কাছে এই মুখোশ খুলে যাওয়ায় তিনি মারমুখো হয়ে ফণা তুলে বীষ উদ্‌গিরণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন আমার আর মুক্ত-মনা ফোরামের প্রতি। তাকে জিজ্ঞেস করি, মুখে মুখোশ এঁটে আর নারীর আঁচলে মুখ ঢেকে আর কতদিন এ'ভাবে ধোকা দিয়ে বেড়াবেন আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাবেন ? যা হোক, মহিউদ্দিন সাহেবের হাঁড়ির সব খবরই এই বান্দার জানা আছে - তার রাজনৈতিক দর্শন থেকে শুরু করে তার বিশাল ভূঁড়ির সাইজ মায় তার তোৎলামির স্বভাব পর্যন্ত সব কিছুই। মহিউদ্দিন সাহেব যদি তার স্বভাবসিদ্ধ কুৎসা আর আক্রমণ পরিহার না করেন, তার 'শিখনডী স্বভাব' আর 'কুত্তা তত্ত্বের' মত জীবনের অন্যান্য 'আলোকিত দিক' গুলো ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ফোরামে পেশ করা হবে। আর যদি তিনি আমাদের সাথে ভদ্র আচরণ করেন, কাউকে অযথা 'কুত্তা', 'শিয়াল', 'ছাগল' ইত্যাদি বলে গালাগাল না করে স্রেফ ভালভাবে উনার বক্তব্য দিয়ে যান তাহলে কথা দিচ্ছি 'সেতারা হাসেম'কে নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথার কোন কারণ থাকবে না। বল্ এখন কিন্তু ওই হাসেম তথা মহিউদ্দিন সাহেবের কোর্টে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে হাসেম সাহেব তার বলটি কিভাবে খেলেন। এরকম একটি সুযোগ আমি তার প্রিয় বন্ধু কাজী আজিজুল হক (সৈয়দ আসলাম) সাহেবকেও দু'দুবার দিয়েছিলাম। আজিজ সাহেব গুরুত্ব না দিয়ে সেতারা হাসেমের মতই হুঙ্কার ছেড়ে ফোরামে হাজির হয়েছিলেন হাজারটা মিথ্যার ডালি নিয়ে। এখন হাসেম সাহেব তার বন্ধুর লেজে-গোবরে অবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন, এর পরের লিখাটি লিখবার আগে।

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্
হোনেস লেন
ইথাকা, নিউ ইয়র্ক